নকশালবাড়ি ও গণআন্দোলন

রণবীর সমাদ্দারের সঙ্গে কথোপকথন

[রণবীর সমাদ্দার ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপের Distinguished Chair in Migration and Forced Migration Studies. তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মেদিনীপুরের ডেবরা অঞ্চলে সংগঠনের কাজে যুক্ত ছিলেন, সেখানেই পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। এই আলাপচারিতার প্রাথমিক উদ্দেশ্য নকশালবাড়ি আন্দোলনকে ও সেই সময়কে বোঝা এবং পরবর্তীকালে তার প্রভাবকেও ধরার চেষ্টা।

ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপের পক্ষ থেকে আলোচনায় ছিলেন সমতা বিশ্বাস ও সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সমতা বেথুন কলেজে ইংরেজি পড়ান এবং সি আর জি-র দীর্ঘদিনের সদস্য। সন্দীপ দেশভাগ, গণআন্দোলন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন চর্চা করেছেন এবং পরিচিত মানবাধিকার কর্মী। সন্দীপ সি আর জি-র দীর্ঘদিনের সঙ্গী।]

ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ (সি আর জি) : ষাট ও সত্তরের দশকে, নকশাল রাজনীতির আবহের মধ্য দিয়ে আপনার ছাত্র আন্দোলন, তথা, বৃহত্তর আন্দোলনে প্রবেশ। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র তখন আপনি। প্রেসিডেন্সির ছাত্র আন্দোলনের সাথে তখনকার অন্যান্য আন্দোলনের সম্পর্ক নিয়ে যদি কিছু বলেন। যেমন, ১৯৬৬ সালের ২২-২৩ সেপ্টেম্বরের বাংলা বন্‌ধে[১] আপনারা যোগ দেন?

রণবীর : দুই ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ যেমন শ্যামল চক্রবর্তী, দীনেশ মজুমদার, বিমান বসু, পল্টু দাশগুপ্ত—আরো অনেকে তখন খাদ্য আন্দোলনে ছাত্র-যুব সমাজের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। CPI-এর ছাত্র সংগঠন AISF (All India Students

Federation) ছিল mother organization, CPI (M) নামটা তখনো শুরু হয়নি, Left CPI বলত। অনেক বেশি মিলিট্যান্ট ছিল, এবং তাদের উপস্থিতিও অনেক বেশি ছিল ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে। তখনো CITU আনুষ্ঠানিকভাবে হয়নি, তবে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনের প্রচণ্ড জোর ছিল।

৬৬ সালের মার্চের পর তিন-চার মাসের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুত একটা র‍্যাডিকালাইজেশন হল, এবং ২২-২৩-এর বন্‌ধে ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করল। প্রেসিডেন্সি কলেজ সেই যুগের এলিট কলেজ। তার সাথে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কলেজগুলি, যেমন বঙ্গবাসী, সুরেন্দ্রনাথ, সিটি, মণীন্দ্রচন্দ্র, এদিকে নরসিংহ দত্ত কলেজ, গড়িয়ার দীনবন্ধু, উত্তরপাড়ার প্যারীমোহন কলেজ, হুগলি মহসীন কলেজ, ব্যারাকপুরের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ—এইসব কলেজের ছেলেমেয়েরা যখন শোনেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজ আন্দোলনে নেমেছে, এটা ওনাদের কাছে আশার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এঁরা ভাবতে শুরু করেন আমাদের আন্দোলন এত শক্ত যে সমাজের সবথেকে পড়াশুনোয় ভালো ছেলেমেয়েরাও পথে নেমেছে। তারা তখন আমাদের কলেজে আসতে শুরু করল। আমরাও সেইসব কলেজে যেতাম।

সি আর জি : এই অন্য কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে আপনাদের সাথে যোগ দিলেন?

রণবীর : ছাত্র ফেডারেশন তো ছিলই। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন ততদিনে বাম-দক্ষিণে ভাগ হয়ে গেছে। শৈবাল মিত্র এবং অন্যান্য যাঁরা ছিলেন, তাঁরা আলাদাভাবে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছেন। আমরা তখন হিন্দু হস্টেলে থাকি। কলেজ স্ট্রিটের পুরো দায়িত্বটাই চলে এল প্রেসিডেন্সি কলেজের সংগঠনের হাতে। আমাদের সাথে ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা ছিল, সুরেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বঙ্গবাসীর ছেলেমেয়েরা আসত নিয়মিত। বিমান বসু আসতেন নিয়মিত। হিন্দু হস্টেলে অনশনে বিমানদা রোজ সন্ধেবেলা এসে নানা পথনির্দেশ দিতেন।[২] আমাদের তাড়ানোর পেছনে কলেজে আমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছি সেটা একটা কারণ বলা যেতে পারে। সেটা হয়তো কর্তৃপক্ষ সহ্য করে নিতে পারত, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড়ো কারণ ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ বামপন্থী হয়ে যাচ্ছে। এবং বামপন্থী রাজনীতি অত্যন্ত জঙ্গীভাবে সংগঠিত হচ্ছে। মানে বড়োলোকের ছেলেরা মাঝে মাঝে মার্ক্স আওড়াচ্ছে, এরকম নয়। স্ট্রাইক হচ্ছে, দল বেঁধে ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকারখানায় যাওয়া হচ্ছে। সেই প্রথম আমরা ঠিক করলাম বইপাড়ার লোকেদের সংগঠিত করতে হবে। ওই বইপাড়াটা তো এরকম বইপাড়া ছিল না, কারণ তখন এই টেক্সট বই এসব এত বিক্রি হতো না, ওই বইপাড়া মানে সত্যিকারের পুরোনো বই বিক্রি হতো; সেই তাদেরকে unionise করা,

তারপরে এই যে বিভিন্ন ছোটো ছোটো কলকারখানাগুলোতে যাওয়া...এইগুলো শুরু হলো, এবং এগুলো শুরু হয়েছিল নকশালবাড়ির কথা কলেজ স্ট্রিটে বা প্রেসিডেন্সি কলেজে পৌঁছোনোর আগে। এই ২২-২৩ বাংলা বন্‌ধে আমরা স্কোয়াড নিয়ে কলেজ স্ট্রিট থেকে বেরোলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন বিপ্লব হালিম। বিপ্লব সিটি কলেজের ছাত্রনেতা ছিল, আবদুল হালিমের ছেলে, সে আমাদের সঙ্গে ধরা পড়ল। কাকা (অসীম চট্টোপাধ্যায়), অমলদা (অমল সান্যাল) ধরা পড়ে। মৌলানা আজাদের ছেলে, যারা অন্য হস্টেলে থাকত, তারাও কিন্তু আসত। কলেজ স্ট্রিটে একটা হস্টেল হাতে থাকা মানে হচ্ছে একটা striking force of student.

সি আর জি : আর ২২-২৩-এর বাংলা বন্ধে অ্যারেস্ট হওয়ার পরে?

রণবীর : মুচিপাড়া থানা লকআপে নিয়ে গেল, কেস দিয়ে দিল। বেশ কিছু ঘণ্টা লকআপে থাকতে হল। বিপ্লব হালিম তখন পার্টির সাথে যোগাযোগ করল, তখন আবদুল হালিম মারা গেছেন, কিন্তু আবদুল্লা রসুল সাহেব, আমি যদি খুব ভুল না করে থাকি, পার্টির লিগাল সেলের চার্জে ছিলেন। ওঁরা ব্যবস্থা করেন যাতে করে আমরা জামিন পাই...

সি আর জি : জামিন হয়?

রণবীর : হ্যাঁ। কিন্তু তখন তো আমরা সরকারি কলেজে পড়ছি, তো আমাদের তো সবার নামে মামলা হয়ে গেল...

সি আর জি : দাগি হয়ে গেলেন...

রণবীর : হ্যাঁ। মামলা হল। তার সঙ্গে সঙ্গে ওই যে বললাম যে আমরা প্রিন্সিপাল ঘেরাও করলাম; এগুলো সব বলছি না যে তিন মাসের মধ্যে ঘটেছে। হিন্দু হস্টেলের আন্দোলন, হরপ্রসাদ মিত্রকে পদত্যাগ করতে হবে, কলেজে প্রতিদিন ক্লাস লেকচার, স্ট্রাইক, মিছিল, সংগঠন, সভা ইত্যাদি। ইউনিয়ন তৈরি করতে শুরু করা হলো কলেজের বাইরে, কলেজ স্ট্রিট এলাকায়; গুন্ডাগিরি চলবে না এই করা, ২২-২৩ বাংলা বন্‌ধে খাদ্য আন্দোলনের ফুট সোলজার হয়ে নেমে যাওয়া...তারপর কলেজে বিক্ষোভ দেখানো হলো যে কলেজ শিক্ষকেরা কেন সাধারণ স্কুল শিক্ষকের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবে না।

ইউনিয়ন ইলেকশনে তো তখন overwhelmingly আমরা জিততে শুরু করেছি; অমল সান্যাল তখন প্রথম সাধারণ সম্পাদক হলো, তারপরে কলেজের মধ্যেও আন্দোলন হলো যে চিপ ক্যান্টিন করতে হবে, ম্যাগনোলিয়া ক্যান্টিন হয়েছিল, সে লাথি মেরে ভেঙে দেওয়া হলো, এ সাহেবি ক্যান্টিন আমাদের চলবে না, আমাদের সাধারণ ছেলেমেয়েরা খেতে পারে এরকম ক্যান্টিন চাই।

এরপর যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এল, যুক্তফ্রন্ট সরকারে সিপিআই, সিপিআইএম সবাই ছিল। আমাদের পুরোনো দাবি ছিল ছাত্র বহিষ্কার ফিরিয়ে নিতে হবে, সেই অর্থে ওইটুকু জয় হলো, বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহৃত হলো। কারণ পুরোপুরি বহিষ্কার হয়ে গেলে, আমরা রাস্টিকেটেড হলে আমরা আর কোথাও পড়তে পারব না। মানে rusticated is not TC, transfer certificate নয়। তারপরে ওটা চেঞ্জ করে, transfer certificated করে আমাদের সাতজনকে তিনটে কলেজে ভাগ করে দেওয়া হলো। বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে আমি পার্ট টু পরীক্ষা দিয়েছি। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র আন্দোলন নিয়ে পরে অনুষ্টুপে লেখা বেরিয়েছে। তাতে তথ্য সব আছে। সব্যসাচী, প্রতুল, আমি, সুব্রত সেনগুপ্ত আমাদের transfer certificate দিয়ে দেওয়া হয়। সুদর্শনদা (সুদর্শন রায়চৌধুরি), শরদিন্দুদা (শরদিন্দুশেখর রায়), কাকা, এনাদের স্নাতোকোত্তর পড়াশোনা আটকে দেওয়া হয়।

এই আন্দোলনের গুরুত্ব আমি যা সব বললাম, তার থেকে অনেক বেশি। পরবর্তীকালের বিদ্রোহী যুব ছাত্র আন্দোলনের ভিত তৈরি করে দিয়েছিল এই বহিষ্কার-বিরোধী আন্দোলন। এই নিয়ে আর কিছু বেশি বলব না কারণ এ নিয়ে কিছু ভালো লেখা হয়েছে। দীপাঞ্জনদা (দীপাঞ্জন রায়চৌধুরি) লিখেছেন, কাকা লিখেছেন।° অচিন্ত্য গুপ্তের লেখা আছে। স্বাধীনদার লেখা আছে (স্বাধীন দে)।

সি আর জি : যুক্তফ্রন্ট সরকারের সাথে আপনাদের সম্পর্ক যদি একটু বলেন।

রণবীর : আমি বরাবরই বলছি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকার ফলে ছাত্রদের একটা বড়ো অংশ র‍্যাডিকালাইজড হচ্ছিল। গ্রামের কৃষক কমরেডরা কৃষক সংগঠন করেছেন, শ্রমিক কমরেডরা শ্রমিক আন্দোলন করেছেন। বামপন্থী আন্দোলন, কমিউনিস্ট আন্দোলন নতুনভাবে র‍্যাডিকালাইসড হতে শুরু করেছে ততদিনে। CPIM পরবর্তীকালে কি করবে তাতো আমরা জেনে বসে নেই। CPIM-এর উপস্থিতিটা সরকারের মধ্যে একটা র‍্যাডিকাল ব্যাপার ছিল। তাছাড়া দীনেশ মজুমদার—এইসব নেতারা ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালো মানুষ ছিলেন। আমাদেরতো কোনো রাজনৈতিক কৌলীন্য ছিল না, তাও আমাদের পার্টিতে নিয়ে যাওয়া হত, সেসময়ের সব বড়ো বড়ো নেতাদের সাথে আমরা মিটিং করতাম। আমাদের ডেকে নিয়ে যাওয়া হত Cal DC (Calcutta District Committee) তে। কৃষ্ণপদ ঘোষ তখন Cal DC-র সেক্রেটারি। আমরা কলকাতার বাইরে থেকে পড়তে এসেছি, কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ফলে থাকার জায়গা নেই। তালতলায় District Committee'র বাড়িতে আমরা তখন শুতে যেতাম।

সি আর জি : কিন্তু আপনাদের পার্টির মেম্বারশিপ দেওয়া হয়নি তখন?

রণবীর : না, পার্টি মেম্বার কেউ কেউ ছিল। আমি তো ছিলাম না। তখন সব ক্যান্ডিডেট মেম্বারশিপ, party SG..sympathizer's group ইত্যাদি, যেমন পার্টির স্ট্রাকচারে হয়। গভর্নমেন্ট যখন এল, গভর্নমেন্ট কতটা কি করবে, ছাত্রদের মধ্যে যে একটা বিরাট আশা ছিল এমনটা নয়। কিন্তু সিপিআইএম ছাড়া আর কোনো পার্টি নেই, এটাই তো আমাদের পার্টি। কিন্তু এটাও ঠিক যে আমাদের একটা খুব ক্ষোভ ছিল যে ছাত্র আন্দোলনকে ওরা বন্ধ করে দিল, এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের আন্দোলন যেটাতে ওঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, যেটাকে বাহবা দিলেন, উৎসাহ দিলেন, উসকে দিলেন বলব না, আমাদের দায়িত্ব আমাদেরই, অন্য কেউ তো আর আমাদের জন্য দায়ী নয়; কিন্তু সেটাকে যতদূর নিয়ে যাওয়া দরকার নিয়ে যায়নি। পার্টির বক্তব্য ছিল আর কতদিন তোমরা আন্দোলন করবে, একটা জায়গায় এসে তো তোমাদের পৌঁছোতে হবে, তোমাদেরকে আপোশের জায়গায় যেতে হবে। প্রেসিডেন্সি কলেজের এই দাবি ময়দান থেকে, অত বড়ো র‍্যালি থেকে হলো, কাজেই আনুষ্ঠানিকভাবে সিপিআইএম, সে যুগের পার্টি যতটা যা করা যায় করেছিল, আমাদের খুব ক্ষোভ ছিল যে আন্দোলন আরো চলতে পারত, সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট আমরা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে সব ব্যবস্থা করেছি, প্রচুর খাটাখাটনি হতো, প্রচুর ছেলেমেয়ে ছিল, তো পার্টি এটা মাঝপথে বন্ধ করে দিল কেন? তারপরে পার্টি এসে তো আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজে ফেরাল না, সেই ক্ষোভটাও ছিল।

সি আর জি : ঠিকই।

রণবীর : আমাদের কাছে সেই প্রথম মনে হল পার্টি সমঝোতা করল।

সি আর জি: সেটা খুব সঙ্গত।

রণবীর : এরই মধ্যে আমাদের চারপাশের পরিস্থিতি একটা র‍্যাডিকাল মোড ছিল, গোপনে গোপনে অনেক কথাবার্তা হতো; গোপন দলিল, গোপন পত্রিকা এইগুলো তখন আমাদের হাতে এসে পড়তে শুরু করল। ন্যাশনাল বুক এজেন্সিতে গিয়ে নতুন কী র‍্যাডিকাল বই পাওয়া যায় ইত্যাদি তার খোঁজ করতাম। এবং এই পুরোনো তর্ক, সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া আর কোনো পথ আছে কি না। পার্টি তো তখন বলতে শুরু করে দিয়েছে যে রাজ্যে আমরা ক্ষমতা দখল করেছি আর সিপিআই প্রকাশ্যে বলছে, না শান্তিপূর্ণ পথটাই পথ। আর যে সেকশনটা পার্টির মধ্যে ক্রমাগত জঙ্গি হয়ে উঠছে তারা তো বলছে সশস্ত্র পথ ছাড়া কোনো পথ নেই। অতএব বিপ্লবের পথ কী, এটা ছাত্র হোক, কৃষক হোক, শ্রমিক হোক; সবজায়গায় এক প্রশ্ন। আর সিপিআইএম তখন কিন্তু-কিন্তু করত; মানে সশস্ত্র সংগ্রাম নয় একথা কখনো বলেনি, vietnam war হচ্ছে,

এবং ভিয়েতনাম একটা বড়ো প্রভাব ছিল। কাজেই পার্টির প্রতি অ্যাটিচুড নকশালবাড়ি হওয়ার আগে পর্যন্ত মিশ্র ছিল। এটাই পার্টি, কিন্তু কীরকম ব্যাপার যেন...

সি আর জি: কিন্তু পার্টি সমঝোতা করছে...

রণবীর : সমঝোতা করছে। এবং সরকারে এসেছে, সরকারে এসে কি সেই পার্টি যথেষ্ট পদক্ষেপ নেবে?

সি আর জি: শোধনবাদী আর কি, সেই আমলের ভাষায়...

রণবীর : সংশোধনবাদী হচ্ছে সিপিআই, এরকম মনে করা হতো।

সি আর জি: আর এরা হচ্ছে শোধনবাদী।

রণবীর : তখন তো বলা হতো না...

সি আর জি: বলা হতো না। সে আমলে কাউকে শোধনবাদী বলা মানে তো রীতিমতো...

রণবীর : দুটো শব্দ ব্যবহার হতো, একটা সোভিয়েত ইউনিয়নকে বলা হতো সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী আর তো এরা সংশোধনবাদী।

সি আর জি: এ কথাটা আপনাদের সম্বন্ধে তখন বলা হতো?

রণবীর : হ্যাঁ, চরমপথী বলা হতো। আমরা তো বলতাম এটা ঠিক কথা নয়। আমরা তো চে গুয়েভারাকে গাল-ও দিতাম না, কত পন্থী আছে বুঝতে পারতাম না, আর বয়সতো তখন অনেক কম, অত পন্থী জানতাম না...

সি আর জি: আপনার তখন কুড়ি বছর বয়স?

রণবীর : না, আরো কম... আমি কলকাতায় এসেছিলাম পড়তে কেন জানো? Underage বলে। দিল্লিতে age restriction ছিল, সতেরো বছর না হলে কলেজে ঢোকা যাবে না। আর তখন তো মাধ্যমিক ছিল না, হায়ার সেকেন্ডারি ছিল, আর আমি চোদ্দো বছর বয়সে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছিলাম, তার ফলে আমাকে কলকাতায় আসতে হয়েছিল। না হলে কলকাতায় আসার দরকার ছিল না।

সি আর জি : অন্য একটা প্রশ্ন করি। All India Co-ordination Committee of Communist Revolutionaries[৪] তৈরি হওয়ার পর কি হল?

রণবীর : All India Co-ordination Committee-তেও কি হলো, না, যারা পুরোনো আমলের সিপিআইএম-এর নেতারা, বামপন্থী, মানে এসব মিলিট্যান্ট নেতারা, পার্টি স্ট্রাকচারটাকে এঁরা ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। এরা আমাদের ধারণা ছিল open mass movement কম করতে চাইলেন, এরা তৎকালীন গণসংগঠনগুলোকে বয়কট করতে বললেন, যার মধ্যে ইলেকশন বয়কট, ট্রেড ইউনিয়ন বয়কট, পুরোনো কৃষকসভা বয়কট, ছাত্রফেডারেশন বয়কট; যে নীতি বা পদক্ষেপগুলো আমরা পছন্দ

করতাম না বা সমর্থন করতাম না। আমরা মনে করতাম ইউনিয়ন ইলেকশন করা উচিত, ইউনিয়নে যাওয়া উচিত। কাজেই কিন্তু কেন আমরা কোঅর্ডিনেশন কমিটিতে যোগ দিতে চাইতাম না, আর কেন অত দ্রুত সিপিআইএমএল গঠন ঠিক হচ্ছে না করা... এটা খুব ক্রুশিয়াল জিনিস যেটা বুঝতে হবে।

নকশালবাড়ির যে popular phase, যেটা নিয়ে আলোচনা করছ, সেটা real phase যদি বলো, it's a very short period, '67 to '70. তারপরে রিপ্রেশন শেষ তারপরে তো গেরিলা যুদ্ধের প্রয়াস এবং পার্টি পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টা—রাজনীতি একটা অন্য দিকে গেছে। কিন্তু এই যে আপামর মানুষের নকশালবাড়ির প্রতি আজও একটা আকর্ষণ, এটার একটা এত টান, কেউ প্রতিবাদ করলেই তাকে নকশালপন্থী বলা, সেই শিল্প-সাহিত্য রচনা, একটা overwhelming social nature এই মুভমেন্টের, সেটা ওই তিনটে, চারটে বা পাঁচটা বছর। আমাদের ধারণা ছিল এই যে সামাজিক ও রাজনৈতিক জনপ্রিয়তা, এইটা পুরোটা না বুঝে দুম করে যে একটা পার্টি তৈরি করা হচ্ছে, এটা ঠিক কাজ হচ্ছে না। এবং পার্টিটা তৈরি করা হচ্ছে ওপর থেকে, অর্থাৎ যাঁরা ওপরের নেতা তাঁরা নেতা হচ্ছেন, ঠিক যেমনভাবে পুরোনো পার্টিগুলোয় হতো। কিন্তু যাঁরা তৃণমূল স্তরের নেতা, তাঁদেরকে তো পার্টি যে কারণে আমলাতান্ত্রিক হয়ে গেছিল, যে কারণে তাদের জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়েছিল, যে কারণে তাদের সংগঠন সর্বস্বতা এসেছিল, সেই একই বীজগুলো তো নতুন পার্টিতে দেখা যাবে বা যাচ্ছিল।

সি আর জি: আপনার গ্রামে যাওয়ার কথা একটু বলুন।

রণবীর : গ্রামে একবার আমাদের যেতে হয়েছিল... যেটাকে বলা হয় রেডগার্ড অ্যাকশন। আমাদের রেডগার্ড অ্যাকশন তখন করতে হতো, ধরো মাসে দুটো সপ্তাহ। বাংলার গ্রামের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হচ্ছে কালিকাপুরে ১৯৬৭-৬৮ সালে। তখন এই যে দেখছ না, যাদবপুর টিমটিম করে জ্বলত, আর পেরোলেই এই যে ঝকঝকে বাইপাস, কিচ্ছু ছিল না। আর ডেবরাতেও আমি পরে গেছিলাম। আমি যদি ভুল না করে থাকি '৬৮-র গোড়ার দিকে গ্রামে চলে যাই... ডেবরা। প্রথমে ডেবরা না, বহড়াগোড়া। ওই বেঙ্গল-বিহার বর্ডার, যেখানে আমরা কাজ করব ঠিক করেছিলাম, বহড়াগোড়া। '৬৮-র গোড়ার দিকে মনে হয়। তারপরে আবার ফেরত আসি যখন আমাদের সংগঠন বলে যে ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। ১৯৬৮-র বিখ্যাত ম্যাকনামারা-বিরোধী বিক্ষোভ এবং উত্তাল আন্দোলন আমাদের মানে যুব-ছাত্র আন্দোলনের সম্মিলিত প্রয়াসের ফল। কিন্তু তখন আমরা প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছি।

সি আর জি: কিন্তু আপনি শেষ অবধি কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকেই পাস করেছেন তো?

রণবীর : প্রাইভেটে...

সি আর জি: আপনি প্রাইভেটে দিয়েছেন?

রণবীর : হ্যাঁ। আমি ছেড়ে দিলাম পড়াশোনা। আমি কলেজ খেদানো ছেলে, আমি প্রাইভেটে এমএ। কাজেই যত কম অ্যাকাডেমিক রেকর্ড শোনো তত ভালো হয়।

সি আর জি: আপনি তখন পুরোপুরি গ্রামে। কিন্তু খবর পাচ্ছেন?

রণবীর : দেশব্রতী আসত...

সি আর জি: আরেকটা প্রশ্ন। যেটাকে আপনি popular phase বলেছেন, আপনি সেই সময়ে একটা জিনিস মনে রাখছেন না, '৬৯-এ যে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ভোটে এল... মার্চ মাসে, কি ভয়ঙ্কর public participation, কি ভয়ঙ্কর public enthusiasm. যদি সবাই নকশালবাড়ির পথেই চলে যায়, তাদের পুরো সমর্থন নকশালবাড়ির দিকেই থাকে, তাহলে কিন্তু ভোটে অত উচ্ছ্বাস, অত উত্তেজনা দেখা যায় না।

রণবীর : তুমি আমার কথাটা বুঝতে পারোনি। আমি বলছি নকশালবাড়ির যে জনপ্রিয়তা এবং তুমি আদর্শবাদী হলে তুমি নকশাল হবে এই ধারণা... এই হচ্ছে ব্যাপার। নকশালবাড়ির প্রতি সমর্থন একটা ছিলই। এর মানে এই নয় যে লোকেরা সিপিআইএম-কে ভোট দেবে না। সংগঠিত পার্টি। সিপিআইএমএল তো প্রথম থেকেই ব্যান্ড পার্টি, সিপিআইএমএল তো ইলেকশনে নামেইনি। কথাটা বারবার বলছি যে '৬৭, '৬৮, '৬৯ হচ্ছে খুব গ্রে একটা টাইম, অত্যন্ত ধূসর সময়। কি অর্থে? না, লোকেদের মধ্যে একটা বিরাট radicalization হয়েছে, এই radicalization-টা ঠিক অ্যান্টি-সিপিআইএম নয়, সিপিআইএম-এর মধ্যেও একটা দলের radicalization হয়েছে... এবং সিপিআইএম আছে, যুক্তফ্রন্ট আছে, এই যুক্তফ্রন্ট না থাকলে নকশালবাড়ি ঘটত কি না সন্দেহ। হয়তো ঘটত না, আমাদের কাউন্টার-ফ্যাকচুয়াল প্রশ্ন করে লাভ নেই। কিন্তু এটা ঠিক যে যুক্তফ্রন্ট এসে লোকেদের একটা প্রচণ্ড উৎসাহ এল যে আমাদের জমানা এসেছে। যে-কোনো সময়ে দেখবেন যে লোকেরা যখন মনে করে যে এবার আমাদের সরকার এসেছে, তখন তারা দাবি বাড়াতে শুরু করে, আর যারা নেতৃত্বে বসে তারা সেগুলোকে আটকাতে শুরু করে, কারণ লোকদের যত আশা, ততটা তার যে ক্ষমতা, তার ইচ্ছে, তার প্রোগ্রাম সেদিকে নয়। তারা ভাবে এভাবে শাসনটাকে মজবুত বা স্থায়ী করতে হবে। কাজেই নকশালবাড়ি হল। শুনেছি যে হরেকৃষ্ণ কোঙার গেছিলেন চারুবাবু কানু সান্যালদের সাথে কথা বলতে, তার তো একটা সমঝোতা হওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু হয়নি।

কালুবাবুদের কথা ছিল নকশালবাড়ির কৃষকরা সশস্ত্র আন্দোলন কীভাবে বন্ধ করবেন যদি যে জমি তাঁরা নিয়ে নিয়েছেন, সেই জমির দখল ছেড়ে দিতে হয়। এইটা প্রায় হরেকৃষ্ণ কোঙার মেনে নিয়েছিলেন, যে জমি আপাতত রাখো। কিন্তু সেটা খানিকটা গোঁজামিলে। হরেকৃষ্ণ কোঙারের সেক্রেটারি হিসেবে কে গেছিল জানো? শুনেছি দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, land reform secretary ছিলেন, উনি গেছিলেন। একটা মধ্যসূত্রে যদি আপোস হতো আমার মনে হয় না বিরাট একটা ক্ষতি হতো। আমার মনে হয় হয়তো ভালো হতো। এবং প্রথম আন্দোলন, যতটুকু আন্দোলন, আন্দোলনের যতটুকু লাভ, সেই লাভ তাঁরা রাখতে পারতেন, ভাগচাষিদের কিছু অধিকার, বর্গাদারদের অধিকার পেত। রাজনীতিও অক্ষত থাকত।

লাভটা তো রক্ষা করতে হবে। তুমি সারাক্ষণ লাভ করে যাবে এরকম তো হতে পারে না। কিন্তু যাই হোক, কথা হচ্ছে যে এগুলো তো গেল, কিন্তু শহরে আন্দোলনের যখন প্রভাব ফেলতে হবে, গ্রামে আরো আন্দোলন ছড়াতে হবে, তখন শুধু সশস্ত্র সংগ্রাম করো বললে তো হঠাৎ করে হয় না। এইসব মাথা কাটা, যেটা নিয়ে আমাদের ভীষণ আপত্তি ছিল। আমি এসব বাইরে বলি না, কারণ আমরা কেউ কখনো বলিনি, যে মাথা কাটা, মাও-সে-তুং-এর ওই স্টেনসিলগুলো দিয়ে দেওয়া, মূর্তি ভাঙা... এগুলো প্রেসিডেন্সি কলেজের আন্দোলনে হয়নি। আমাদের সংগঠনকে তখন বলা হতো প্রেসিডেন্সি কনসলিডেশন, এবং আমাদের ব্যাপক সমর্থন ছিল।

সি আর জি: ব্যাপক কীসে সমর্থন ছিল?

রণবীর : আমরা যেভাবে কাজ করতে চাই তার প্রতি। আমরা তখন এইসব করিনি।

সি আর জি: উল্টোদিকে ওই মাথা কাটা, মূর্তি ভাঙার প্রতি আপনাদের বিরোধিতা ছিল?

রণবীর : হ্যাঁ। কিন্তু আমরা তো কোনোদিন বাইরে বলিনি কথাগুলো, কিন্তু আমরা সিপিআইএম এল-এ যোগ দিতে অস্বীকার করি। ইতিমধ্যে All India Co-ordination Committee of Communist revolutionaries এগুলো তৈরি হওয়ার পর দ্রুত পার্টি গঠনের দিকে এগিয়ে যায়। আমাদের চাওয়া না-চাওয়া-টা বড়ো কথা নয়। তখন যেদিক এগোচ্ছে তাতে নকশালবাড়ি মানে কানু সান্যাল, নকশালবাড়ি মানে চারু মজুমদার। শ্রীকাকুলাম মানে হচ্ছে Vempatapu Satyanarayana, অন্ধ্রপ্রদেশের আন্দোলন মানে হচ্ছে নাগি রেড্ডি, পোলা রেড্ডি, যাঁরা তখনও সিপিআইএম ছিলেন, Burdwan Plenum-এর পরে বেরিয়ে এলেন। একদিকে যখন এরকম ভাবনা, অন্যদিকে সাধারণ লোকের মনে হচ্ছে জ্যোতি বসু, এতদিনের নেতা, এতদিনে

আমাদের সরকার এসেছে। সাধারণ লোককে যদি choose করতে হয় কংগ্রেস ও সিপিএমের মধ্যে। সিপিআইএম তো ১৯৭৭-এ ক্ষমতায় এসেছে। সেই সিপিআইএম তো আজকের সিপিআইএম নয়। আর অন্যদিকে নকশালবাড়ির পথ ওরা বলছে উগ্রপন্থা। উভয়ই ছিল। বাবা সিপিআইএম, ছেলে করছে সিপিআইএম এল, বা নকশাল করছে; এ তো আকছার ঘটেছে। তুমি স্বদেশী আন্দোলনের কথা যদি ভাবো বুঝতে পারবে। স্বদেশী আন্দোলনে কেউ অনুশীলন আর কংগ্রেসের মধ্যে বাছাবাছি করত? অনুশীলনের লোকগুলো যেই অনুশীলনে ভাটা পড়ত, সব সত্যাগ্রহে যোগ দিত, গান্ধীজীর সাথে যোগ দিত, কেউ তেমন গান্ধীজীকে গালাগালি দেয়নি; এমনকি ভগত সিংও দেননি। গান্ধীজি বরং ওদেরকে গালাগালি দিয়ে বলেছেন, you are philosophers of the bomb। নেহরু মহেন্দ্রপ্রতাপকে গালাগালি দিয়েছিল। আর typically দেখা যায় পুরো স্বদেশী আন্দোলনেই, যে মুহূর্তে সশস্ত্র আন্দোলনের ঝোঁক বাড়ছে, দলে দলে লোক ওদিকে যাচ্ছে, আবার যেই ওটায় ভাটা পড়ছে লোক এসে গান্ধীর আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে। ঐ যে ধূসর সময় আমি সেটাই বলছি। '৬৭ থেকে '৭০, এটা খুব ইন্টারেস্টিং টাইম; এই কারণে নয় যে আমি নকশাল পথ ভালোবাসি বা সেটা ঠিক মনে করি। আসলে রাজনৈতিক আন্দোলন এতটা জনপ্রিয় হয়ে, এতটা বামপথী হয়ে এতটা জঙ্গি হতে পারে, এত নতুন নতুন ধরনের দাবি তুলতে পারে, এত নতুন নতুন ধরনের সংগঠন তৈরি হতে পারে সেটা এসময় দেখা গেল। এবং একটা এথিকস আছে। নকশালবাড়ি আন্দোলনে নারী-অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বৈষম্য, সতীর্থদের প্রতি অহেতুক হিংসা, পুলিশের কাছে মুচলেকা—এগুলো সব হয়েছে, হয়নি বলব না। তবে পরে। সেগুলো হলো আন্দোলন ভেঙে গিয়ে যখন নৈরাশ্য বেড়েছে তখন। আর দলে দলে ছেলেমেয়েরা গ্রামে গেছে। একশো ছেলেমেয়ে যদি গ্রামে চলে যায় সব ছেড়েছুড়ে, তাহলে তো অন্তত একলক্ষ বা দশহাজার লোকের মধ্যে সেই মনোস্পৃহা আসতে হবে, তবে তো একশোটা লোক বলবে লেখাপড়া ছেড়ে গ্রামে চলো। আবার পুরোনো যুগ, স্বদেশী যুগের কথা ভাবো না কেন! কখন ছেলেমেয়েরা বলবে ইস্কুল দরকার নেই, কলেজ দরকার নেই, সব পুড়িয়ে দাও, দেশের কাজে নেমে পড়ব, এসব পড়ে কোনো লাভ হবে না... আমি এটা করছি মানে একশোটা লোক ভাবছে, আমি একটু ডেঁপো, সাহস আছে, তাই আমি করে ফেললাম তা নয়। এটা কাউন্টার-ফ্যাকচুয়াল, তাও বলি... যদি সিপিআইএমএল-এর ফর্মেশন আরো দেরি হতো, যদি গণ-আন্দোলনের রাস্তায় আরো বেশি থাকা যেত, যদি গ্রামাঞ্চলেও গণভিত্তি না তৈরি করে কিছুতেই অহেতুক খুনখারাপি, খতমের লাইনে যাওয়া যাবে না, এই নীতিতে ঠিক থাকা হতো, তাহলে কি হতো বলা খুব শক্ত। কেননা গভর্নমেন্টের পক্ষে ওই যে টোটাল রিপ্রেশন আনল,

মিলিটারি নামাল, ১৯৭০-এর পর... এই যে একটার-পর-একটা ম্যাসাকার... যাকে বলতে পারো হোয়াইট টেরর এটা করা শক্ত হতো। রেড টেরর আনপ্রিপেয়ারড অবস্থায় এসেছে; রেড টেরর যে সময়ে শুরু হয়েছে, I don't think the time was right. আর রেড টেরর তুমি করবে মানেটা কি... তোমার হাতে লোকজন এত... যেমন ধরো কৃষ্ণনগরে সব জায়গায় ডাক্তারদের বলে দেওয়া হয়েছিল, তোমাদের ভিজিট বেঁধে দেওয়া হলো, তোমরা এর থেকে বেশি নিতে পারবে না; প্রাইভেট টিউটরদের বলে দেওয়া হয়েছিল এর বেশি তুমি টিউশনিতে পয়সা নিতে পারবে না, ইন ফ্যাক্ট টিউশন বন্ধও হয়ে যাচ্ছিল ভয়েতে। এখন এগুলো যে বদ বা খারাপ কাজ তা নয়। এই বন্ধ করার পেছনে যে একটা এথিকাল আন্ডারটোন বা ওভারটোন যাই বলো না কেন, এই যে একটা নৈতিকতার সুর বা ভঙ্গি '৬৭ থেকে '৭০ পর্যন্ত আছে, বিরাট ভাবে। এইটা '৭০-এর পর অনেক কমে যায়। দুটো কারণে—এক হচ্ছে বাংলাদেশ, একাত্তর। কাজেই, বাংলাদেশের এই যে পুরো ঘটনাটার মধ্যে যেমন বাংলাদেশের ভেতরকার ব্যাপার আছে, কিন্তু বাংলাদেশের সেই আন্দোলন যখন '৬৫ সালে হয়েছে, বা '৬৮-তে হয়েছে, '৬৮-তে তো অত বড়ো আন্দোলন হলো, কই পশ্চিমবাংলায় তো তার প্রতিফলন ততটা দেখা যায় নি। ভারতবর্ষের রাজনীতি ঘুরিয়ে দিতে পারেনি। কিন্তু '৭০ সালের পর ইন্দিরা গান্ধি যেদিকে ভারতবর্ষের জনতাকে নিয়ে গেলেন, তার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে নকশালদের গণহত্যা করাটা বা সিপিআইএম মারাটা শক্ত হলো না। অন্যদিকে লোকেরা ততদিনে ভয় পেয়ে গেছে, হাঁপিয়ে উঠেছে, এবং এই তীব্র, ঘন যাকে বলে এত ডেন্স একটা পলিটিকাল অ্যাক্টিভিটি কোনো সোসাইটিই বেশিদিন করতে পারে না, least of all Bengalis. সবাই তো জানে বাঙালিদের কাজের ধরন কি...বাঙালিরা তো পাঞ্জাবি নয়, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত বাঙালির পক্ষে আন্দোলনের এই ঘনত্ব আর তীব্রতা বাঁচিয়ে রাখা কঠিন ছিল। পরের ধাপ কি হবে না ভেবে, প্রতিদিন তুমি মিছিল বার করতে পারো? প্রতিদিন তুমি স্কোয়াড করতে পারো? প্রতিদিনই তুমি বলতে পারো মাও-সে-তুং আর লেনিন এছাড়া আর কিছু পড়ার দরকার নেই। প্রতিদিনই তুমি বলতে পারো বিকল্প সমাজ নেই কিন্তু হয়ে যাবে, প্রতিদিনই এটা কখনো হয়? কিন্তু কথা হচ্ছে যে ১৯৬০ থেকে '৭০, সমাজটা বা সেই সময়টা কেন বলছি ধূসর সময়... এ প্রশ্ন তো উঠতে পারে, কিন্তু এ প্রশ্ন ফেলনা নয়। একটু বড়ো তুলনা, অথবা হয়তো তুলনাটা বড়ো নয়; ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশন, যে জায়গায় গিয়ে রেভোলিউশনারিরা পরস্পর পরস্পরকে মারল, ধরো Robespierre, Danton... এ তো সবসময়েই পরে বলা যায়, এটা না হলে রেভোলিউশনের শেষে ডিরেক্টরেট হতো না, নেপোলিয়ন হতো না; সমাজ তো যায়নি ওদিকে। ওগুলো হয়তো আমরা আজকে

বলতে পারি, কেউ কেউ হয়তো আমরা তখন বলেছি। অনেকেই এখন বলে, আমাদের উচিত ছিল তখন আরও বেশি করে বলা, আসলে আমরা যেহেতু অল্পবয়সি ছিলাম, আমাদের রাজনৈতিক পরিপক্কতাও কম ছিল, আমরা ইনস্টিঙ্কটিভলি বুঝেছিলাম অনেক কিছু বা হয়তো পড়াশোনা বেশি ছিল; কিন্তু আমাদের সেই সাহস ছিল না মতাদর্শগত বা সেই রাজনৈতিক সাহস ছিল না যে আমরা স্রোতের বিপরীত দিকে দাঁড়াব। কাজেই আমরা প্রশ্ন তুলে তার পরে আত্মসমর্পণ করেছি নৈরাজ্যবাদের কাছে।

সি আর জি: ডেবরা আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু বলুন।

রণবীর : তুমি ডেবরা আন্দোলনের গণভিত্তি বুঝতে পারবে শুধু এই থেকে যে মেদিনীপুর জেলে কম করে দুশো থেকে আড়াইশো কৃষক ছিল, এবং তাঁরা জেলে ছিলেন কম করে চার থেকে পাঁচ বছর। জেলে আমরা যে ক্লাস নিতাম, মানে লেখাপড়ার ক্লাস, পড়াশোনার ক্লাস, সবই কৃষক কমরেডদের নিয়ে।

সি আর জি: আপনি কোন জেলে ছিলেন?

রণবীর : মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল। তাতে ধরো একেকটা ক্লাসে, একেকটা শিফ্‌টে কুড়িজন-তিরিশজন করে থাকত। অ-আ-ক-খ শেখানো, রেডবুক পড়ানো : পলিটিকাল ক্লাসও, লিটারেসিও। ঝাড়গ্রাম জেলের অবস্থা খুব খারাপ ছিল কারণ ওটা সেন্ট্রাল জেল ছিল না এবং ঝাড়গ্রাম জেলে যেই যেত মেদিনীপুর থেকে তার invariably চর্মরোগ হতো, কারণ জল নেই, তুমি একটা ছোটো ঘরে গাদাগাদি করে চল্লিশটা লোককে শুতে দিচ্ছ, থাকতে দিচ্ছ, একটা সেলে দুটো লোক—একটা লোক থাকার কথা, সেখানে তুমি পাঁচটা লোককে একটা সেলে থাকতে দিচ্ছ। রাতে লক আপ-এর পরে তারা বাথরুম যাবে কোথায়? এ অবস্থা মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলেও ছিল। কিছু লোককে তারপরে ট্রান্সফার করল জায়গার অভাবে... গোপীবল্লভপুর থেকে প্রায় তিনশো-চারশো লোক, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, কেশিয়ারি... ওদিকে বিনপুর থেকে, মেদিনীপুরের কাছে শালবনি, এপাশে পিংলা, সবং পাঁশকুড়া...। ব্যাপক সংখ্যক কৃষক আন্দোলনটার মধ্যে আসেন। আবার এটা ঠিক যে একদিকে যেমন সিপিআই-সিপিআইএম থেকে অনেকে বেরিয়ে এসেছে, অন্যদিকও আছে। মানে আবার বলি স্বদেশী যুগের কথা... স্বদেশী যুগে জানো তো, তুমি কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার থাকতে, কংগ্রেসেরও মেম্বার থাকতে; এটার মধ্যে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। যেমন সোমনাথ লাহিড়ি, সোমনাথ লাহিড়ি পুরোনো কমিউনিস্ট পার্টর নেতা ১৯৩৬ সালে AICC করেন। আরেকজন বড়ো কমিউনিস্ট নেতার কথা বলছি, বঙ্কিম মুখার্জি, বঙ্কিম মুখার্জি কুড়ি বছর, তিরিশ বছর ধরে AICC-র মেম্বার। বঙ্কিম মুখার্জি তো আবার পুরোনো আমলে, প্রাক্-স্বাধীনতা আমলে বঙ্গীয় ব্যাবস্থাপক সভা, মানে

লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির বাংলা ছিল সে যুগে, তার মেম্বার ছিলেন। অর্থাৎ, আজকে যেটা বেছে নিতে হচ্ছে সেরকম সবসময়ে সবজায়গায় নাও হতে পারে। আমি বারবারই বলছি পপুলার মুভমেন্টের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সীমারেখাগুলো তখন অনেক অস্পষ্ট হয়ে যায়।

জেলে আমাদেরকে চেনাতে এসেছিল যিনি তিনি তো কমিউনিস্ট, যাতে আমাদের সাজা হয়। কমিউনিস্ট লোক জেল ভিজিটর হয়ে গেছে। একবার তো কথা উঠেছিল যে এই বড়ো কমিউনিস্ট জেল ভিজিটর, সারাক্ষণ পুলিশের সাথে ওঠা-বসা গা মাখামাখি যাঁর, তাঁকে শেষ করে দেওয়া হবে। ভাবো স্বদেশী যুগের সত্যেন কানাই-এর কথা। invariably ছজন-সাতজনের ফাঁসি হতো। সেই রাত সেই নেতা আসেননি বলে বেঁচে যান। আমাদের আন্দোলনে লোক আসছে কেন? এক হচ্ছে, এরা নতুন কিছু বলছে, এরা জঙ্গি। বারবার দেখেছি এরা বেশি কিছু মুখে বলে না, খেতমজুর, এদের মনে খুব রাগ আছে... আরেকটা জিনিস, ভীষণ অ্যাট্রাকশন ছিল, সেটা হচ্ছে জোতদার বাড়ি লুঠ। শোনো আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু আমি এটুকু বুঝি, ম্যাসিভ মোবিলাইজেশন, বিশাল কৃষক সমাবেশ, দল বেঁধে গিয়ে তুমি জোতদারের বাড়ি ঘেরাও করছ আর জমির পড়চা পুড়িয়ে ফেলছ.. মাও-সে-তুং এগুলো সব হুনান কৃষক আন্দোলনে লিখেছেন, এগুলো কিন্তু সত্যি... এগুলো যে as form of movement and as symbol of actions, এখন নিশ্চয়ই সব পালটিয়ে গেছে, কিন্তু এটা চোখে দেখার মতো। খতমটা নেই তার মধ্যে। নকশালদের দান হচ্ছে, এর মধ্যে মাথা কাটাটা না হলে চলবে না। সবাই জানে তার পরিণতি কি হয়েছিল। কিন্তু এটা ঠিক, পুরোনো জমির পড়চা, যেহেতু গ্রামে মহাজনি ছিল, অতএব এই যে কোবালা, জোতদারদের কাছে থেকেই যেহেতু ধারগুলো নিত, জোতদার-মহাজন যেহেতু একসাথেই ছিল, এই যে বন্ধক লিখে রাখা, তার কাগজপত্র, সোনাদানা। সে যুগে তো ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হয়নি।

হ্যাঁ, তুমি সিপিআই, সিপিআইএম পাড়ায় করতে পারো আবার নকশালদের কৃষক মিছিলে যোগ দিতে পারো। গোপীবল্লভপুর কৃষক আন্দোলনে দু-দুবার জোতদারকে মারার সুযোগ এসেছে; যে মারবে সে জোতাদারের বাড়িতে মুনিষের কাজ করেছে বলে ভয়, সম্ভ্রমে তার হাঁসুয়া আর ওঠেনি, পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে। খালি ধান লুঠ করে চলে এসেছে। তারপরে আমাদের সমালোচনা হয়েছে, আমরা সংশোধনবাদী, নরমপন্থী... কেন, কেন আমরা জোতদারকে শেষ করে দিলাম না। আর ধান কাটা? ধান কাটা তো অত্যন্ত ট্র্যাডিশনাল কৃষক আন্দোলন, এর মধ্যে আর নতুন কি। আমরা কৃষকদের সংশোধনবাদী বানাচ্ছি, কারণ কিছু ধান পাবি অতএব আয় না। কৃষকদের তো

ধান প্রাপ্য, এতে সংশোধনবাদীর কিছু নেই। জোতদার ঘেরাও করা, ধানের খামার লুঠ করা, ঋণকর্জের কাগজপত্র সব পুড়িয়ে দেওয়া, সোনাদানা লুঠ করা, টাকা লুঠ করে নেওয়া, এবং ঘরছাড়া করা, দেশছাড়া করা, এগুলি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যার জন্য বিগুল কিষাণের আন্দোলনে শিলিগুড়িতে নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ির সব জোতদাররা পালিয়ে চলে এসেছিল। এটা কেন? জোতদারের physical presence, মানে তুমি power dynamics-টা দেখো, জোতদার যখন গ্রামে আছে, তার মানে তার যারা ক্লায়েন্টেল তারাও টিকে আছে; জোতদার গ্রাম থেকে পালানো মানে কি, তার যারা খয়ের খাঁ তারাও কেউ কেউ পালাল, এবার জোতদারের বাড়ি লুঠ, খামার লুঠ, জমি লুঠ করতে কতক্ষণ! সেই জোতদার তো আর থানায় খবর দিচ্ছে না, যে থানার লোকজন জোতদারের ঘরে এসে... যেটা সেই পুরোনো গ্রামের খুব accepted ways of suppressing peasant movement ছিল, যে পুলিশ, বিডিও যে আসবে, সে গ্রামে এসে থাকবে, গ্রামে জোতদারের বাড়িতে থাকবে, খানাপিনার ব্যবস্থা হবে, পারলে এক-আধজন মেয়েছেলে আনতে পারলে ভালো, না আনলেও চলবে। এবার সে যা করার করবে, কৃষকদের টেনে আনবে, একে বকুনি দেবে, একে থাবড়া মারবে, ওকে ধরে নিয়ে যাবে ইত্যাদি। সেই জোতদারই যদি না থাকে, this was the first decisive step যে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের ভূমিকা প্রায় পালটে যাচ্ছে। আর ওইটাই টার্ন হলো গলাকাটায়। তার ফলে জোতদারের বাড়ি লুঠ হলো বা না-হলো, আগে তো গলাটা কেটে দিই। এইটা সর্বনাশের দিকে নিয়ে গেল আন্দোলনকে। যেসব জায়গায় নকশালবাড়ি আন্দোলনের গণভিত্তি ছিল বা জনভিত্তি ছিল আর যেসব জায়গায় কৃষক আন্দালন নতুন করে গড়তে হবে।

তার মধ্যে তফাত আছে। তফাতটা ছিল গণভিত্তি গড়ে তোলা নিয়ে। সিপিআইএম সংশোধনবাদী... সংশোধনবাদটা কোথায়? সেটা হচ্ছে বেনামি জমি উদ্ধার হবে, খাসজমি বণ্টন করা হবে এবং কৃষিমজুরি পারলে সরকার বাড়িয়ে দেবে, ভাগ বাড়ানো হবে, অর্থাৎ জমির মালিকানা ছাড়া আর যা করতে হয় তোমার জন্য করা হবে। আর নকশালবাড়ির পথ মানেটা কি, কৃষকদের জমির স্বত্ব চাই, আর গ্রামাঞ্চলে 'লাঙল যার, জমি তার'; এই ছিল সেই যুগেও পরিষ্কার, যে কোনটা নকশালবাড়ির পথ আর কোনটা হচ্ছে সংশোধবাদী পথ। মূল কথা, জমি পাব, ফসল পাব, গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতা চাই। কৃষকসভার রাজত্ব চাই। জমি পেলে ফসল পাব না তা নয়, কিন্তু জমির মালিকানা... তোমার রাজত্ব তৈরির জন্য তুমি যদি না নামো, এই যে নকশালবাড়ির যে কথা, এটাতে একটা ব্যাপক জনসমর্থন ছিল। কিন্তু এই যে গণসমর্থন যেটা তৈরি হতে শুরু করল, এই পুরোটাকে কোনদিকে নিয়ে যাওয়া হলো, যে আমাদেরকে শ্রেণীশত্রু খতম করতে

হবে। এই পথে আন্দোলন শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এই যে গ্রামাঞ্চলে বেশিরভাগ জায়গাতে এই অন্দোলনগুলো হয়েছে যেখানে গণভিত্তি ছিল। নকশালবাড়িতে তো পার্টিটাই নকশাল পথে চলে গেল... নকশালবাড়িতে তো হঠাৎ করে আন্দোলন শুরু হয়নি। বীরভূমে পার্টির এক বড়ো অংশ এইদিকে চলে গেল। মেদিনীপুরে, কিংবা খড়্গপুরে রেলওয়ে ওয়ার্কশপে কিংবা ডেবরায় পার্টির একটা বড়ো অংশ চলে গেল নকশালবাড়ির দিকে। মেদিনীপুরে যেমন ভবদেব মণ্ডল সিপিআই করেছেন, পরে সিপিআইএম হয়েছে... গুণধর মুর্মু very militant CPIM leader, পুরো tribal peasantryটাই তো মেদিনীপুরে নকশালদের দিকে চলে গেল। পুরো মেদিনীপুর, entire district... আজকের মেদিনীপুর না, সাবেক মেদিনীপুরে। কাজেই... এবং নকশাল ছেলেমেয়েরা গিয়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু পরে এই যে বললাম, সিপিআইএমএল-এ যোগ দেওয়া, তারপরে খতমের দিকে যাওয়া, এটা তো শেষ করে দিল। সরকারি সন্ত্রাসের সুবিধা হয়ে গেল।

সি আর জি: আপনি wire-এর লেখাটায়[৫] লিখেছেন, radical subjectivity একটা তৈরি হচ্ছে এই সময়ে এবং তারপরে আপনি বলছেন, যদিও আন্দোলন তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারে নি, তার কিছু কিছু স্রোত থেকে যায় সমাজে। আপনি নকশাল আন্দোলনের রেশ ১৯৭৪ রেলওয়ে স্ট্রাইকেও দেখছেন, বা যারা এখনো পার্টি করে চলেছেন তাদের মধ্যে... এই রেশ থেকে যাওয়া বা legacy বিষয়ে আরেকটু বলুন।

রণবীর : এইটা ভালো প্রশ্ন করেছ। কারণ নকশালবাড়ির lagacy কি এটা যদি জিগ্যেস করো, একদিকে বলতে পারো নকশালবাড়ি যে পথ বলে যা বলেছিল বা করেছিল, সেটা পারেনি এবং সেটা বিশৃঙ্খলা হোক, নৈরাজ্য হোক, ব্যর্থতা হোক, সরকারের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস হোক, সব মিলিয়ে সেটা শেষ। এবং সিপিআইএমএল এখন যেভাবে গোছাবার চেষ্টা করে, সেটা পারছে না, অন্তত পশ্চিমবঙ্গে পারছে না, বিহারে অনেকটা হয়েছে, বামফ্রন্টের রাজনীতি করেছে, বামফ্রন্টকে সমর্থন করেছে এবং ওইরকমই চলত যদি না সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম ধরনের একটা এপিসোড হত—যেটা আবার একটা ছকে ফেলা খুব মুশকিল। শুধু নকশালরা নন্দীগ্রাম করেছিল বললে তো চলবে না, বা নকশালরা সিঙ্গুর করেছে বললে তো চলবে না। কিন্তু আমি সেইটাই তোমায় বলার চেষ্টা করছি, দেখো... যেটা আমি প্যাসিভ রেভলিউশন বইটাতে লেখার চেষ্টা করেছিলাম[৬], যে ম্যাসিভ একটা radicalization হলো, যেটা সরকার সন্ত্রাস দিয়ে বন্ধ করে দিল, যারা বিপ্লবী তাদের নিজেদের মূর্খামি, নৈরাজ্যতায় জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু সমাজের মধ্যে তো এই জিনিসটার রেশ রয়ে গেল। যেটা রেলওয়ে স্ট্রাইকের পর আর দেখা গেল না। কিন্তু ৭৭-এ আসার পর... প্রথমত সিপিআইএম-এর মধ্যে

দিয়ে খানিকটা প্রকাশ পেল, যে ঠিক আছে মজুরি বাড়াতে হবে, ভাগ বাড়াতে হবে, অপারেশন বর্গা হবে, চাষিরা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বর্গাদার... সব হলো। কিন্তু এই যে সিপিআইএম যে ধারণা দেয় যে সিপিআইএম-এর আমলের গ্রামবাংলায় শ্রেণীসংগ্রাম ছিল না... মানে যে শ্রেণীসংগ্রামটা সিপিআইএম আসার আগে অবধি ছিল, কিন্তু বামফ্রন্ট আসার পার গ্রাম এবার শান্ত এল, এবার বামফ্রন্টের ডাকে সবাই এবারে রামরাজ্যের দিকে এগোতে থাকল, এটা অসম্ভব, এটা তো হতে পারে না। গ্রামাঞ্চলে সংগ্রাম বন্ধ হয়ে গেল, এটা আমরা ভাবি কারণ আমরা এই সময়ের ইতিহাস যথেষ্ট ভালো করে দেখি না। কেউ কেউ কংগ্রেসের হাত ধরে করার চেষ্টা করেছে, কংগ্রেস বলে হাত কেটে দিয়েছে সিপিআইএম। ৮০-র দশকের কলকাতায় বস্তির আন্দোলন শুরু হয়ে গেল, বস্তির জমির পাট্টা চাই, উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলন, নানাভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তার ফল... ভিখারি পাসোয়ান নিরুদ্দেশ নিয়ে অত বড়ো একটা বিক্ষোভ হলো, কিন্তু সবকটার ফল আমরা দেখতে পাচ্ছি কখন গিয়ে, যখন আবার ওরকম একটা combustible জায়গায় নন্দীগ্রাম ঘটে। রাজারহাটেও এত জমি নিল, কিন্তু অত প্রতিবাদ হয়নি, কিন্তু রাজারহাটে আমরা পরে খোঁজ নিয়ে দেখেছি, অন্তত একশোটার মতো লোক খুন হয়েছে...

সি আর জি: প্রতিবাদ হয়েছে, কিন্তু কোনো গুরুত্ব পায় নি।

রণবীর : হ্যাঁ, সময় লাগে। নকশালবাড়ি তো হঠাৎ হয় না, বারবার বলছি নকশালবাড়ি ঘটার পেছনে একটা দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ, লোকজনের মধ্যে চিন্তাভাবনা, নানাকিছু হতে থাকে। কিন্তু ঠিক যেমন, যারা সিঙ্গুর করেছে, তারা কি তৃণমূল করবে বলে সিঙ্গুর করেছে! তা তো নয়। যারা নন্দীগ্রামে গেছে, তারা তৃণমূল পার্টির হয়ে গেছে, তা তো নয়। কাজেই পপুলার মুভমেন্টে এই পার্টির যে বাউন্ডারিজগুলো, যেগুলো আমরা ভাবি, সেগুলো কিন্তু মুভমেন্ট চলাকালীন মুছে যাবে অনেকদূর। পার্টির যে বাউন্ডারিগুলো, প্রপার বাউন্ডারি দিয়ে পার্টিলেড মুভমেন্ট, এই যে জিনিসটা পরে আমরা বলি সেটা অনেকটা পোস্ট-ফ্যাক্টো। সিপিআইএম বামফ্রন্টের আমলে সংগ্রাম হয়েছে, সময় লেগেছে, লোকেদের বুঝতে সময় লেগেছে, নতুন সরকার এসেছে, কিছু কিছু ভালো কাজ করেছে, এমন নয় যে সে কোনো ভালো কাজ করেনি। যদি শিক্ষাক্ষেত্রে দেখো কংগ্রেস আমলে গাঁয়ের জোতদার, ইস্কুল মাস্টারমশাইকে তার তলায় থাকতে হতো, কলাটা-মুলোটা পেত,ছমাস বাদে একবার মাইনে দেবে, মাইনে থেকে কেটে নেওয়া হবে; এবারে সেই সব জায়গায় সরকারের একটা বিরাট প্রসার ঘটছে, সরকার ইস্কুল-কলেজের দায়িত্ব নিচ্ছে; ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হয়ে গেছে, ব্যাঙ্ক আর ফেল করছে না, রিকশা অবধি বার করছ ব্যাঙ্কের লোনে, বাস

বার করছ ব্যাঙ্কের লোনে, জঙ্গল সাঁওতালও বাসের পারমিট পেয়েছিলেন জানো তো, বামফ্রন্ট সরকার দিয়ে দিয়েছিল।

সি আর জি: জঙ্গল সাঁওতাল মারা যাওয়ার পরে আপনারা একটা সভা করেছিলেন।

রণবীর : হ্যাঁ, আমরা তো করেছিলাম, জঙ্গল সাঁওতাল তো আমাদের নেতা ছিলেন, আমাদের সংগঠনের নেতা ছিলেন। তা এই আন্দোলনের তো একটা রেশ থেকে গেছে সমাজের মধ্যে। সমাজের মধ্যে সংগ্রামের একটা রেশ থেকে যায়, কিন্তু সংগ্রামের রেশটা যারা আন্দোলন করে তাদের তো মনে হয় নিষ্ফল। কারণ এর তো প্রকাশ কখন ঘটবে সে তো জ্যোতিষীই বলতে পারে। মাও-এর কথা, 'single spark can spread a prairie fire', কিন্তু all sparks spread a prairie fire, তাই তো। সব স্ফুলিঙ্গ কিন্তু দাবানলের জন্ম দেয় না... আমরা তো মাও-সে-তুঙ এর লেখা মুখস্থ করতাম কাজেই পরে ভিখারি পাসোয়ানের সময় এসে কত কলকারখানা বন্ধ... কলকারখানা বন্ধ নিয়ে কত আন্দোলন, আমরা চেষ্টা করেছি, চটকল ধর্মঘট, চা-বাগানে শ্রমিকদের সমর্থনে আন্দোলন, ট্যানারিজগুলোতে যেতাম, সারা আশির দশক জুড়ে এই সব করে গেছি। নাগরিক মঞ্চ আন্দোলন চালিয়েছে। নানা ধরনের শ্রমজীবী সঙ্ঘ সমিতি বা মঞ্চ তৈরি হয়েছে। ভোপালের গ্যাস দুর্ঘটনা পীড়িতদের সমর্থনে আন্দোলন হয়েছে। উচ্ছেদ-বিরোধী সমাবেশ হয়েছে। মানুষ সৃষ্ট বন্যার বিরুদ্ধে ন্যাশনাল রিলিফ কমিটি হয়েছে। কিন্তু মনে হতো কোনো লাভই হচ্ছে না, কে পাত্তা দিয়েছে! কিন্তু সেই আন্দোলনের সংগ্রামের যে রেশ, তা আমরা শেষ পর্যন্ত দেখতে পেলাম সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময়। কাজেই শ্রেণীসংগ্রাম শেষ হয় না। নকশালবাড়ির যুগ সেই সংগ্রামকেই অন্য এক মাত্রায় নিয়ে গেছিল। জনভিত্তি, নৈতিকতা, বিকল্প ক্ষমতার ভাবনা এবং চেষ্টা—সব মিলিয়ে সেই যুগের এক অনন্যতা রয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. সরকারি খাদ্য নীতির বিরুদ্ধে সমস্ত বামদলগুলি ৪৮ ঘণ্টা ধর্মঘটের ডাক দেয় ২২-২৩ সেপ্টেম্বর।

২. অনশন শুরু হয়েছিল হস্টেল সংক্রান্ত নানা দাবিদাওয়া নিয়ে।

৩. অনিল আচার্য সম্পাদিত সত্তর দশক (৩খণ্ড) বইটির তৃতীয় খণ্ডের বিষয় 'ষাট-সত্তরের ছাত্র আন্দোলন'। এই খণ্ডে অসীম চট্টোপাধ্যায় (ষাট দশকের যুব ছাত্র আন্দোলন, ১৩-৩১) ও দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী (ছাত্র আন্দোলন ও প্রেসিডেন্সি কলেজ, ১৩১-১৫৮) লিখেছেন। অন্যান্য লেখাগুলিও (যেমন শৈবাল মিত্র, রণবীর

সমাদ্দার, সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি) এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। অনিল আচার্য (সম্পা:), সত্তর দশক : ষাট-সত্তরের ছাত্র আন্দোলন, কলকাতা, ১৯৯৮।

৪ ১৯৬৭ সালে গঠিত। উল্লেখযোগ্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন চারু মজুমদার, সিপিআই এমের যুক্ত প্রভিন্সের রাজ্য নেতা শিবকুমার মিশ্র, এস তিওয়ারি, বিহারের সত্যনারায়ণ সিংহ ইত্যাদি।

৫ রণবীর সমাদ্দার, 'Fifty years after Naxalbari, Popular Movements Still Have Lessons to Learn', *Wire*, 6/3/2017. https://thewire.in/111691/naxalbari-communism-maoism/

৬. রণবীর সমাদ্দার, *Passive Revolution in West Bengal: 1977-2001*, দিল্লি, ২০১৩।